মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৬০৩১/২৪ তারিখ : ২৫-০২-২০২৪ খ্রি.

বিষয় : তদন্ত কমিটি গঠন প্রসঙ্গে।

সূত্র : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৮-০২-২০২৪ খ্রি. তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪১.০৩১.১২-২৯ নং স্মারকপত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার সদর উপজেলাধীন রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মৃণাল কান্তি সরকার-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তসহ আইনগত বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বেসরকারি মাধ্যমিক-২ শাখা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা কর্তৃক গত ০৮-০২-২০২৪ খ্রি. তারিখে ৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪১.০৩১.১২-২৯ নং স্মারকপত্রে পত্র প্রদান করেছেন। উক্ত পত্রের আলোকে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হলো।

১। ড. এ এস এম রফিকুর রহমান, উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা), আহবায়ক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
২। জনাব মদন মোহন দাশ, উপ-কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৩। জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
যশোর সদর, যশোর

কমিটিকে আগামী ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে
স্বাক্ষরিত
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
ফোন : ০২৪৭৭৭৬২৭০৫

১। ড. এ এস এম রফিকুর রহমান, উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
২। জনাব মদন মোহন দাশ, উপ-কলেজ পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৩। জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার
যশোর সদর, যশোর

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৬০৩১/২৪(১-৯) তারিখ : ২৫-০২-২০২৪ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো।

১। উপ-সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, যশোর।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৪। জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর।
৫। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৬। প্রফেসর মোঃ আতিয়ার রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা), রুদ্রপুর, যশোর সদর, যশোর।
৭। সভাপতি, রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রুদ্রপুর, যশোর সদর, যশোর।
৮। প্রধান শিক্ষক, রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রুদ্রপুর, যশোর সদর, যশোর।
৯। সংরক্ষণ নথি।

২৫/০২/২০২৪
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
যশোর

২৫/০২/২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪১.০৩১.১২-২৯ তারিখ: ২৫ মাঘ ১৪৩০ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বিষয়: যশোর জেলার সদর উপজেলার রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মৃণাল কান্তি সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ।

সূত্র: প্রফেসর মো: আতিয়ার রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা) রুদ্রপুর, যশোর সদর, যশোর, তারিখ: ২১/০১/২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার সদর উপজেলার রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃণাল কান্তি সরকারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে সরেজমিনে তদন্তসহ আইনগত বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ৩১ (একত্রিশ) পাতা।

(মোহাম্মদ সুহেল মাহমুদ)
উপসচিব
ফোন: ০২-৫৫১০১০৩২
as.sec3.@moedu.gov.bd

চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,
যশোর।

স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৩.৪১.০৩১.১২-২৯ তারিখ: ২৫ মাঘ ১৪৩০ / ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সদয় কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে:

১। অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। যুগ্মসচিব বেসরকারি মাধ্যমিক অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। জেলা প্রশাসক, যশোর।
৫। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৭। জেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর।
৮। উপজেলা শিক্ষা অফিসার, যশোর সদর, যশোর।
৯। প্রফেসর মো: আতিয়ার রহমান (বীর মুক্তিযোদ্ধা) রুদ্রপুর, যশোর সদর, যশোর।
৭। অফিস কপি/ সংরক্ষণ কপি।

(মোহাম্মদ সুহেল মাহমুদ)
উপসচিব

তারিখ: ২১-০১-২০২৪ খ্রী:

সর্মীপে,
মাননীয় সচিব,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ,
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

বিষয়: দুর্নীতি মামলায় হাজতবাসকারী, PBI দায়েরকৃত দুইটি মামলার চার্জশিটভূক্ত আসামি, অর্থ আত্মসাৎকারি ও অবিশ্বাস্য জালিয়াত যশোর জেলার সদর উপজেলার রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মৃণাল কান্তি সরকার কে আইন অনুযায়ী চার্জশিটভূক্ত মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত রাখার নির্দেশ দানের আবেদন।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক আমি নিম্নোক্ত বিষয়গুলি উপস্থাপন করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনাকে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি:

১) বিদ্যালয়টি আমার নিজ গ্রামে অবস্থিত এবং আমি বিদ্যালয়টির সাথে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জড়িত। আমার বড়ভাই জনাব মতিয়ার রহমান বিশ্বাস, ২৫ বছর এবং ছোটভাই জনাব লুৎফর রহমান দুই মেয়াদে বিদ্যালয়টির চেয়ারম্যান ছিলেন।

২) বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সাবেক দাতা সদস্য রুদ্রপুর গ্রামের মরহুম আলী বক্স বিশ্বাসের ছেলে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান উক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ১৫/০১/২০২০ তারিখে যশোরের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালতে ১০৪/২০২০ (কোতয়ালী) নং যার ধারা ৪৫০/৪৬৭/৪৬৮/১৭১/৫০৬(২) স্পেশাল কোডে মামলা দায়ের করেন। অপর দিকে একই আদালতে ম্যানেজিং কমিটির সাবেক অভিভাবক সদস্য তেতুলিয়া গ্রামের মরহুম আব্দুল গফুরের ছেলে জনাব মোঃ লুৎফর রহমান ২২/০৩/২০২০ তারিখে ৫৮৩/২০২০ নং মামলা দায়ের করেন যার অভিযোগ ছিল: "প্রধান শিক্ষক মৃণাল কান্তি সরকার ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্যের সম্পূর্ণ অগোচরে মিথ্যা সিলেকশান কমিটি দেখিয়ে সকল সদস্যের স্বাক্ষর জাল করে, ম্যানেজিং কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষর জাল করে দুইজন ভূয়া শিক্ষকের নিয়োগপত্র ইস্যু করেন। তিনি একাধিক সরকারি কর্মকর্তার স্বাক্ষরও জাল করেছেন। তাছাড়া ঐ দুইজন ভূয়া শিক্ষকের নামে সরকারি বেতন বরাদ্দ করার জন্য পত্র লিখে আঞ্চলিক উপ-পরিচালক খুলনা, জনাব নিভারানি পাঠক-এর হাতে ধরা পড়েন এবং স্বহস্তে লিখিত মুচলেকা ও অঙ্গিকারনামা দিয়ে আসেন। উক্ত উপ-পরিচালক পরেরদিনই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসলে তার কাছে সবকিছু ধরা পড়ে। এছাড়া উক্ত প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের তহবিল থেকে চারলক্ষ চুরানব্বই হাজার টাকা আত্মসাৎ করেছেন।।

৩। যশোরের বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মামলা দুইটি তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (PBI) কে নির্দেশ দেন।

৪। নির্দেশ অনুসারে পুলিশ ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশান (PBI) তার বিরুদ্ধে দুটি দুর্নীতির মামলা সরেজমিনে তদন্ত করে প্রত্যেকটি অভিযোগের সত্যতা প্রমান পান এবং প্রয়োজনীয় সংযুক্তিসহ দুইটি প্রতিবেদন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠান (সংযুক্তি-১ ও ২)।

৫। অভিযুক্ত পত্রে শুনানির সময় উক্ত প্রধান শিক্ষক নিজেকে নির্দোষ দাবি করে অভিযোগ গঠন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আবেদন করেন। আদালত উভয়পক্ষের বক্তব্য শোনেন ও রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করেন এবং আদেশনামায় লেখেন "অভিযোগ গঠনের জন্য যথেষ্ট উপাদান রয়েছে।" তিনি অভিযোগ গঠনের আদেশ দেন অর্থাৎ চার্জশিট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত হয়। (সংযুক্তি ৩)

৬। আদালত থেকে উক্ত প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা দেওয়ায় তিনি আদালতে হাজির হয়ে জামিনের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু বিজ্ঞ আদালত তার জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে তাকে হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন (সংযুক্তি-ত) অর্থাৎ তিনি হাজতবাস করেছেন।

৭। মামলা দুইটি এখন বিচারের অপেক্ষায় আছে। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক নানাবিধ অজুহাতে সময় প্রার্থনা করে বিচারের কালক্ষেপন করছেন।

৮। উক্ত প্রধান শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত অবস্থায় ছিলেন। দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে তিনি মহামান্য হাইকোর্টে নং এবং নং রিট মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের সময় তিনি দাবি করেছিলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় দুইটি পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে যে, প্রধান শিক্ষক মৃণাল কান্তি সরকারের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমানিত হয়নি এবং তিনি দুদকের নামে ইস্যু করা দুইটি চিঠি মহামান্য হাইকোর্টে দাখিল করেছিলেন। পরবর্তীতে তথাকথিত ঐ দুই পত্রের বিষয়ে দুদক আমাকে লিখিত ভাবে জানিয়েছে যে, "দুদকের নামে ইস্যু করা উক্ত দুইটি চিঠি প্রকৃতপক্ষে দুদক থেকে ইস্যু করা হয়নি" (সংযুক্তি-থ)। অর্থাৎ মহামান্য হাইকোর্টে উক্ত প্রধান শিক্ষকের দাখিল করা চিঠি দুইটি ছিল ভূয়া।

৯। যশোর সদর উপজেলার চেয়ারম্যানকে আহবায়ক করে যশোর শিক্ষাবোর্ড থেকে বিদ্যালয়ের একটি এডহক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। সেখানে শর্ত ছিল ঐ কমিটি শুধুমাত্র বিদ্যালয়ের অসমাপ্ত নির্বাচন সম্পন্ন করবে। কিন্তু কমিটি সে দায়িত্ব পালন না করে উক্ত প্রধান শিক্ষককে স্বপদে পুনর্বহাল করে আইনের সীমাহীন লঙ্ঘন করেছেন।

১০। বেসরকারি শিক্ষকদের চাকুরীবিধি অনুসারে কোন শিক্ষককে চাকুরী থেকে অপসারণ করতে হলে, শিক্ষাবোর্ডের আপিল এন্ড আরবিট্রেশান কমিটিতে পরিক্ষিত, নিরিক্ষিত এবং বোর্ড কতৃক অনুমোদিত হতে হয়। এই বিষয়টির উপর যশোর শিক্ষাবোর্ডের আপিল এন্ড আরকিট্রেশান কমিটিতে উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানি হয় এবং কমিটির বিজ্ঞ সদস্যরা সর্বসম্মতভাবে প্রধান শিক্ষক মৃণাল কান্তি সরকারকে পদচ্যুত করার অনুমোদন দেন (সংযুক্তি-দ)। উক্ত কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সরকারি এমএম কলেজের অধ্যক্ষ, যশোরের বিজ্ঞ জিপি, খুলনা বিভাগের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

১১। দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে দুনীতির মামলায় চার্জশিটভূক্ত এবং হাজতবাসকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই চাকুরী থেকে সাময়িক বরখাস্ত থাকতে হবে।

এমতাবস্থায় হাজতবাসকারী ও দুইটি দুর্নীতি মামলার চার্জশিটভূক্ত আসামি মৃণাল কান্তি সরকারকে দায়িত্ব পালনে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে আলোচ্য মামলার বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত থাকার আদেশ দিয়ে আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করা হলে।

প্রফেসর মো: আতিয়ার রহমান (মুক্তিযোদ্ধা)
সাবেক জাতীয় কমিশনার,
বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা।
ফ্লাট নং বি-৫, বাসা নং-১৬৯/এ
কলাবাগান (২য় লেন), ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম ও ডাকঘর: রুদ্রপুর;
উপজেলা: যশোর সদর, জেলা: যশোর
মোবাইল নং-০১৭১৫৭০০২৫৯
Email: atiarrudropur@gmail.com

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষাবোর্ড সংক্রান্ত
শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা

সংযুক্তি-১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)
পালবাড়ী মোড়, পুরাতন কসবা, যশোর জেলা।

স্মারক নং-পিবিআই/কোর্ট মামলা/যশোর-৩২৭১ তাং- ২৭/১০/২০২০ খ্রিঃ।

বরাবর

বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
আমলী আদালত কোতয়ালী, যশোর।

বিষয়: অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিজ্ঞ আদালতে দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র ঃ ১। বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত কোতয়ালী, যশোর জেলার সিআর মামলা নং-১০৪/২০২০ (কোতয়ালী), তারিখ-১৫/০১/২০২০, ধারা-৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬(২) পেনাল কোড, বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত, কোতয়ালী, যশোর জেলার স্মাঃ নং-৯৩, তারিখ-১৫/০১/২০২০ খ্রিঃ।

২। পিবিআই/মামলা/২০২০/সিআরও(পশ্চিম)/২৬১০, তারিখ-০১/১০/২০২০ খ্রিঃ।

জনাব

সূত্রে বর্ণিত সিআর মামলাটি বিজ্ঞ আদালত হতে অনুসন্ধান পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) যশোর জেলাকে নির্দেশ দিলে মামলাটি পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) এ, কে, এম, ফসিহুর রহমান, বিপি-৬৬৯৩১২৩২০১ কর্তৃক অনুসন্ধান কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদনটি বাদীকে অবহিতকরন পত্র সহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে আপনার নিকট এতদসঙ্গে প্রেরন পূর্বক প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(রেশমা শারমিন)
বিপি-৮০০৬১১৯৮৩৫
পুলিশ সুপার
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)
বাংলাদেশ পুলিশ, যশোর জেলা।
মোবাইল নং-০১৩২০০৩২৯৮০

সংযুক্তি - ১

তদন্ত প্রতিবেদন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন(পিবিআই)
পালবাড়ী মোড়,পুরাতন কসবা, যশোর জেলা

বরাবর
বিজ্ঞ, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,
আমললী আদালত,কোতয়ালী, যশোর।

মাধ্যম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়ঃ তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,আমললী আদালত,কোতয়ালী,যশোর এরসি আর মামলা নং ১০৪/২০২০ তারিখ ১৫/০১/২০২০, ধারা ৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/৫০৬ পেনাল কোড এবং স্মারক নং ৯৩ তারিখ ১৫/০১/২০২০।

জনাব,
যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, সূত্রোক্ত সি আর মামলাটি বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত,কোতয়ালী,যশোর তদন্তের জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন(পিবিআই) যশোর কে নির্দেশ প্রদান করেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পিবিআই যশোর এর হাওলামতে আমি মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করি। আমার প্রকাশ্য ও গোপন তদন্তে প্রাপ্ত তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমানের আলোকে নিম্নোক্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলাম।

১। অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বারঃ- মোঃ লুৎফর রহমান বিশ্বাস (৬৬) পিতা- মৃত আলী বক্স বিশ্বাস সাং রুদ্রপুর থানা- কোতয়ালীজেলা যশোর। মোবাইল নং০১৭১৪৪৪১৪৩৮।

২। বিবাদী/বিবাদীদের নাম ও ঠিকানা ঃ-
ক. নলিশী দরখাস্তে বর্ণিত বিবাদী/বিবাদীদের নাম ।
১। মৃনাল কান্তি সরকার (৫০) পিতা-শশীভূষণ সরকার সাং বেজপাড়া থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর।প্রধান শিক্ষক(সাময়িক বহিস্কৃত) রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, থানা কোতয়ালী, জেলা যশোর।
২। এ,কে এম শামসুল আলম (৩৮) পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর।
৩। মুনজুর রহমান (৩৫) পিতা- তারিফ মোড়ল সাং এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর, জেলা যশোর।

খ. অনুসন্ধানে প্রাপ্ত অভিযুক্ত বিবাদী/বিবাদীদের নাম(বয়স), পিতা/স্বামীর নাম ও ঠিকানাঃ

১। মৃনাল কান্তি সরকার(৫০) পিতা-শশীভূষণ সরকার সাং বেজপাড়া থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর। প্রধান শিক্ষক (সাময়িক বহিস্কৃত) রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, থানা কোতয়ালী, জেলা যশোর।
২। এ, কে এম শামসুল আলম (৩৮) পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর।
৩। মুনজুর রহমান (৩৫) পিতা- তারিফ মোড়ল সাং এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর, জেলা যশোর।

৩। ঘটনাস্থল, ঘটনার তারিখ ও সময়কালঃ- যশোর জেলার ১০ নং চাঁচড়া ইউনিয়নের ০২ নওয়ার্ড এর অন্তর্গত রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর অফিস কক্ষ।জেএল নং- ৬৪।
উত্তরেঃ কুয়াদা হতে রুদ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট গামী রোড, দক্ষিনে-স্কুলের মাঠ ও পুকুর(পূর্বে-রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ৩ তলা ভবন।পশ্চিমেঃ করিচিয়া গলদা সরকারী প্রাঃবিঃ।
ইং ২৬/০২/২০২০ তারিখ সকালঅনুমান ১০.০০ মিঃ
৪। তদারকী অফিসারঃ- অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পিবিআই যশোর।

৫। নালিশী দরখাস্তের সারাংশ ঃ- অত্র মামলার বাদী এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, তাদের দানের অর্থে রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত যহা সরকারী বেতন কাঠামোর আওতাধীন। ১নং আসামী ঘটনাস্থল প্রতিষ্ঠানের দূর্নিতীবাজ ও জালিয়াত প্রধান শিক্ষক। বাদী রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিগত ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য ওদাতা, ১নং আসামী ২ ও ৩ নং আসামীর সাথে যোগসাজস করে ২ও ৩ নং আসামীকে জাল জালিয়াতি করে দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়োগদেয়ার পাঁয়তারা করছে। ১নং আসামী বাদী সহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারী ও অভিভবকদের অগোচরে, রেজাল্ট পেপার পাবলিশড়, ভূয়া নিয়োগ বোর্ড, ভূয়া নিয়োগ পত্র তৈরী করে। ২,৩ নং আসামীর যোগসাজসে গোপনে সরকারী বেতনের আওতায় আনার চেষ্টার এক পর্যায়ে গত ইং ১৪/১২/২০১৯ তারিখে ১নং সাক্ষীর দপ্তরে জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়ে। ১ নং সাক্ষী স্কুলে তদন্তে আসলে জালজালিয়াতির

মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ইং ২৫/১১/২০১৭ তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইব্রাহীম হোসেনের স্বাক্ষর জাল করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২ ও ৩ নং আসামীর এমপিও এর জন্য আবেদন করলে ১ নং সাক্ষীর দপ্তরে সকল জালিয়াতির বিষয়টি প্রকাশ পায়। পত্রিকায় প্রকাশিত নিয়োগ প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে এমপিও ভূক্তির আবেদন পর্যন্ত যাবতীয় প্রক্রিয়াই ভূয়া কাগজ পত্রাদি তৈরী করে জালিয়াতি করার বিষয়ে বাদী সাক্ষীগন সহ এলাকা বাসী গত অস্বীকারের তারিখে ১ নং আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে অস্বীকার করলে বাদী বিজ্ঞ আদালতে অত্র মামলা দায়ের করেন।

৬। বিজ্ঞ আদালতের আদেশ পর্যালোচনাঃ বাদীর অভিযোগে বর্ণিত ঘটনাটির সত্যতার বিষয়ে সঠিকভাবে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ রয়েছে।

৭।পিবিআই কর্তৃক মামলা গ্রহণের তারিখ- ০৩/০২/২০২০ ইং।

৮। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র অংকন এবং ছবি উত্তোলন ঃ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পিবিআই যশোর এর হাওলা মতে আমি অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে গত ইং-২৬/০২/২০২০ তারিখ সময় সকাল ১১ঘটিকা হতে ১৫ ঘটিকা পর্যন্ত সরেজমিনে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র অংকনসহ সূচীপত্র তৈরী এবং ঘটনাস্থলের স্থির চিত্র ধারণ করি।

৯। অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদঃ- অত্র মামলার বাদীকেমামলার ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি তার দায়েরকৃত অভিযোগের ন্যায় একই বক্তব্য প্রদান করেন বিধায় তার মৌখিক জবানবন্দী কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন মনে করলাম না।

১০। সাক্ষীদের নাম(বয়স) পিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা, এনআইডি ও মোবাইল নম্বারঃ-তদন্তকালে যশোর কোতয়ালী থানাধীন১০ নং চাঁচড়া ইউনিয়নের ০২ নংওয়ার্ড এর অন্তর্গত রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়ে, বাদীর মানীত ০৪ জন সাক্ষী এবং নিরপেক্ষ ০৭ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রত্যেকের জবানবন্দী পৃথক ভাবে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করি।

(ক) মানিত সাক্ষী ঃ-

১)নিভা রানী পাঠক (৫৮) উপপরিচালক,মাউশি অধিদপ্তর,খুলনা। পিতা বুদ্ধদেব পাঠক সাং-হাতিয়াড়া, থানা-নড়াইল,জেলা- নড়াইল।মোবাঃ- ০১৭১২- ১৪১৪২৯।

২) মোঃ আজিজুর রহমান (৪৫) পিতা- মোঃ আবুল হোসেন সাং- দোবাড়িয়া, থানা- কোতয়ালী, জেলা যশোর।সহকারী শিক্ষক রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, থানা- কোতয়ালী জেলা- যশোর।মোবাঃ নং-০১৭২৪২৯৯৭৮৯।

৩)ফারজানা রহমান (৪৫) স্বামী মোঃ ফারুক হোসেন, সাং- রুদ্রপুর থানা- কোতয়ালী জেলা- যশোর। সাবেক সদস্য ম্যানেজিং কমিটিরুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। মোবাঃ নং- ০১৭২০- ২৬৩২৭১।

(খ) নিরপেক্ষ সাক্ষী ঃ-

১) ব্রজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস (৫৬) পিতা- মৃত সন্ন্যাসী কুমার বিশ্বাস সাং এড়েনদা, থানা মনিরামপুর জেলা যশোর। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, থানা- কোতয়ালী, জেলা যশোর। মোবাঃ নং ০১৭২০-৯৬৫৯১৪।

২) মোঃ হাসান তারিক (৪৮) পিতা- মোঃ আমজাদ হোসেন সাং- রুদ্রপুরথানা- কোতয়ালী জেলা যশোর। মোবাঃ নং- ০১৭১৭-০৬৬৫০৬৫।

৩) মোঃ ইব্রাহীম বিশ্বাস (৪৪) পিতা- মৃত মোজাম বিশ্বাস সাং- কোরিচিয়া থানা- কোতয়ালী জেলা- যশোর। সাবেক সভাপতি ম্যানেজিং কমিটি,রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, থানা- কোতয়ালী, জেলা যশোর। মোবাঃ নং-০১৭১৯-৬২৭৮৮৯।

৪) মোঃ বাবলুর রহমান (৪৫) পিতা- মৃত কেসমত আলী সাং- রুদ্রপুর থানা- কোতয়ালী জেলা- যশোর। সাবেক সভাপতি ম্যানেজিং কমিটি,রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়,থানা-কোতয়ালী,জেলা যশোর। মোবাঃ নং-০১৭১৯-৯৭৫২১৪।

৫) মোঃ বজলুর রহমান (৫৮) পিতা- মসলেম আলী সাং- তেঁতুলিয়া থানা- কোতয়ালী, জেলা যশোর। মোবাঃ নং- ০১৭৩৪-৫৭৯৫৯৬।

৬)মোঃ জাহিদুল ইসলাম (৪১) পিং- মৃত দ্বীন মহম্মদ বিশ্বাস, সাং- বানিয়াবহু,থানা- কোতয়ালী, জেলা যশোর। মোবা নং- ০১৭২৭২১৬৭৩৭।

৭) আঃ রহমান বিশ্বাস (৫৪) পিতা- মৃত সাখাওয়াত আলী বিশ্বাস সাং- রুদ্রপুর, তথানা- কোতয়ালী জেলা-যশোর। মোবাঃ নং- ০১৭৭৪৯২৯৮২৫।

১২। বিশেষজ্ঞের মতামত ঃ নাই।

১৩। দালিলিক সাক্ষ্যের পর্যালোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে বাদী ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ব্রজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এর উপস্থাপন মতে নিম্নোক্ত দালিলিক সাক্ষ্য সমূহ রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় হতেমামলার তদন্ত সংশ্লিষ্ট হওয়ায়

১৩/১০/২০১৩ তারিখের ভোরের ডাক ও দৈনিক যশোর খবরের কাগজে প্রকাশিত রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শূন্য পদে ২ জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির (ফটোকপি)।

২) রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ ইব্রাহিম বিশ্বাস স্বাক্ষরিত ইং ১০/০১/২০১৬ তারিখের সভার কার্য বিবরণীর ফটোকপি। (১নং বিবাদীর ভূয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজে ব্যবহৃত)

৩) মৃনাল কান্তি সরকার প্রধান শিক্ষক,রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়স্বাক্ষরিত এ, কে,এম, সামসুল আলমও মুনজুর রহমান এর সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগ পত্র ০২টি।

৪) এ,কে,এম, সামসুল আলম মুনজুর রহমান এর স্বাক্ষরিত রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়েসহকারী শিক্ষক পদে যোগদান পত্র।

৫) রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ ইব্রাহিম বিশ্বাস ওমৃনাল কান্তি সরকার প্রধান শিক্ষক রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্বাক্ষরিত মোছাঃ ফারজানা রহমান এর পৈদত্যাগ পত্র ওএ,কে,এম, সামসুল আলম এবং মুনজুর রহমান এর প্রত্যয়ন পত্র।

৬) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,যশোর এর শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন (ফটোকপি)।

৭) শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ গ্রহনকারী (০৪ জন) এর চুড়ান্ত ফলাফলের নম্বর পত্র (ফটোকপি)।

৮) ব্যবস্থাপকরুপালী ব্যাংক এম,কে রোড কর্পোরেট শাখা যশোর কর্তক প্রদত্ত এ,কে, এম শামসুল আলম পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর ও মুনজুর রহমান পিং তারিফ মোড়ল সাং- এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর জেলা যশোরদের প্রত্যয়ন পত্র।

৯) এ,কে, এম শামসুল আলম পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়ালদহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর ওমুনজুর রহমান পিং তারিফ মোড়ল সাং- এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর জেলা যশোরদের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট এর ফটোকপি।

১০) রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ ইব্রাহিম বিশ্বাস ও মৃনাল কান্তি সরকার প্রধান শিক্ষক রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, স্বাক্ষরিত নিয়োগকৃত শিক্ষক এ,কে, এম শামসুল আলম পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর ওমুনজুর রহমান পিং- তারিফ মোড়ল সাং- এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর জেলা যশোরদের এপিও ভুক্তির জন্য আবেদন এর ফটোকপি।

১১) এ,কে, এম শামসুল আলম পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোরমুনজুর রহমান পিং তারিফ মোড়ল সাং- এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর জেলা যশোরদের শিক্ষক নিবন্ধন সার্টিফিকেট এর ফটোকপি।

১২) জনাব নিভা রানী পাঠক, উপপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর, খুলনা বরাবর ১নং বিবাদী ২জন শিক্ষক এর নিয়োগ সংক্রান্তে যে ডকুমেন্ট দাখিল করে ছিলেন। উক্ত ডকুমেন্ট জাল হওয়ায়১ নং বিবাদী মৃনাল কান্তি সরকার, (সাময়িক বহিস্কৃত) প্রধান শিক্ষক, রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গত ইং ০১/০৮/২০১৮ তারিখে জনাব নিভা রানী পাঠক উপপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর, খুলনা এর কার্যালয়েহাজির হয়ে নিজ হাতে লিখে অঙ্গীকার করেন। উক্ত অঙ্গীকার নামায় তিনি উল্লিখিত ২ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া বিধি বহির্ভূত ও প্রতারনার শামিলএবং এধরনের ভুলের জন্য পরবর্তীতে দায়ী থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন। একই সাথে এ, কে, এম সামসুল আলম নামীয় শিক্ষকের এমপিও ভুক্তির জন্য সুপারিশ করেন।অঙ্গীকার নামার সত্যায়িত ফটোকপি জব্দ করা হলো।

অত্র অনুচ্ছেদ এর১ হতে ১১ নং ক্রমিকে বর্ণিত ডকুমেন্ট এর অবিকল কপি জনাবনিভা রানী পাঠক উপপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর, খুলনা এর কার্যালয় থেকে জব্দ করা হয়েছে (যা ১নং বিবাদী মৃনাল কান্তি সরকার দাখিল করেছিলো) এবং ১২ নং ক্রমিকে বর্ণিত অঙ্গীকার নামাজনাব নিভা রানী পাঠক উপপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর, খুলনা কর্তৃক সত্যায়িত কপি জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয়েছে।

১৪। পিবিআই কর্তৃক তদন্ত ঃ আমি অত্র মামলার তদন্তভার গ্রহণ করে সংগীয় ফোর্স সহ গত ইং ২৬/০২/২০২০ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় বাদী ও সাক্ষীদের দেখানো মতে অত্র মামলার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি। পরিদর্শন কালে ঘটনাস্থলের স্থির ছবি তুলি। ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র আলাদা আলাদা কাগজে প্রস্তুত করি। সংশ্লিষ্ট দালিলিক সাক্ষ্য জব্দকরি।তদন্তকালে বাদীর মানিত ০৩ জন সাক্ষীকে এবং ০৮জন নিরপেক্ষ সাক্ষীকে পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রত্যেকের প্রদত্ত জবানবন্দি ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬১ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করি এবং ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৭০(২) ধারা মোতাবেক সাক্ষীদের মুচলেকা গ্রহণ করি। বাদী ও বিবাদীদের নাম ঠিকানা, যাচাই করি। পিটিশন মামলাটি তদন্তকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, পিবিআই যশোর তদন্ত তদারকী করেন।

মামলাটি সরোজমিনে তদন্তকালেজানা যায়,বাদী যশোর জেলার কোতয়ালী থানাধীন রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ১জন দাতা সদস্য। তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির৩ বারসভাপতি ও ২ বার দাতা সদস্য ছিলেন। আলোচ্য মামলার ঘটনার সময় তিনি দাতা সদস্য ছিলেন এবং মোঃ ইব্রাহীম বিশ্বাস সভাপতিছিলেন। ১নং বিবাদী মুনাল কান্তি সরকার (৫০) পিতা- মৃত শশীভূষণ সরকার সাং বেজপাড়া থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর ইং ০৪/১১/২০০৯ তারিখে রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। ইং ১১/০৭/২০১৩ তারিখে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহন করেন।

১নং বিবাদী (বহিস্কৃত প্রধান শিক্ষকরুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়) ২ জন শিক্ষক এরনিয়োগ প্রক্রিয়া শেষে তাদের এমপিও ভুক্তির জন্য জনাব নিভা রানী পাঠক, উপপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর, খুলনা বরাবর আবেদন করেন। তিনি গত ইং ১৪/১২/২০১৯ তারিখে সরোজমিনে

রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসেন। তাঁর অনুসন্ধানে উক্ত ২জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া জাল জালিয়াতির মাধ্যমে হয়েছে দেখতে পান। অত্র মামলার বাদী বিষয়টি জানতে পেরে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাগজপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করে দেখতে পান পতিকায় প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, স্কুলের রেজুলেশন, নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল শীট,নিয়োগ পত্র, যোগদান পত্র সব কিছু ভুয়া ও জাল। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও বাদী সহ সকল সদস্যর স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে অতঃপর বাদী অত্র মামলা দায়ের করেন। বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেকপ্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি সরকারকে জাল জারিয়াতির মাধ্যমে ভূয়া নিয়োগ প্রক্রিয়া করায় বিধি মোতাবেক কারণ দর্শানোর নোটিশ করেন। প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি সরকার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান করে। ম্যনেজিং কমিটির সভাপতি জনাব আঃ রহমান এর সভাপতিত্বে ইং- ১৯/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব পাঠ ও পর্যালোচনা করে সন্তোষ জনক না হওয়ায় প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি সরকারকে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ইং ২০/০১/২০২০ তারিখ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

আমার তদন্তকালে রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রেজুলেশন বহি পর্যালোচনা করে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্তে কোন রেজুলেশন পাওয়া যায় নাই। নিয়োগ এর সময়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব ইব্রাহিম বিশ্বাস সহ ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদে সকলেই জানান শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্তে তাঁরা কোন কিছুই জনেন না। ভূয়া রেজুলেশনে সভাপতি থেকে সদ্যস্যদের যে স্বাক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে সব গুলো স্বাক্ষর জাল করা হয়েছে। ইং ১৩/১০/২০১৩ তারিখে প্রকাশিতি ভোরের ডাক সংবাদ পত্রে রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২জন সহকারী শিক্ষক (সমাজবিজ্ঞান) পদে এবং ইং ১৩/১০/২০১৫ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক যশোর সংবাদ পত্রে রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ২জন সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে মর্মে দেখানো হয়েছে। ইং ১১/১০/২০১৫ তারিখে প্রকাশিত ভোরের ডাক সংবাদ পত্রে ও দৈনিক যশোর সংবাদ পত্রেরুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য ১জন সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) পদে নিয়োগের জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে মর্মে দেখানোহয়েছে। তদন্তকালে উল্লেখিত তারিখ সমূহে উল্লেখিত সংবাদ পত্রে কোন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয় নাই। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ ও সাল অসামঞ্জস্যপূর্ন। কারণইং ১৩/১০/২০১৩ তারিখে প্রকাশিত ভোরের ডাক সংবাদ পত্রেএবংইং ১৩/১০/২০১৫ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক যশোর সংবাদ পত্রে বাস্তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয় নাই।ভূয়া ও জাল করে সৃষ্টি করা হয়েছিলো মর্মে তদন্তে প্রকাশ পায়। যশোর বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কেন্দ্র দেখানো হয়েছে। এব্যাপারে যশোর বালিকা বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রধান শিক্ষক বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত এবং উত্তরা, ঢাকায় বসবাসকারী জনাব খন্দকার সানজিদা ইসলাম এর সাথে তার মোবাইল নং- ০১৭১৯ ৬৮৫৯৫৫ তেকথা বলি। তিনি জানান এধরনের কোন নিয়োগ পরীক্ষা হয় নাই এবং এধরনের কোন রেজাল্টশীটে কোন স্বাক্ষর করেন নাই। পরীক্ষার ফলাফল শীট মনগড়া ও ভূয়া ভাবে তৈরী মর্মে তদন্তে প্রকাশ পায়। ১নং বিবাদী ও ২নং বিবাদীএ, কে এম শামসুল আলম (৩৮) পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর এবং ৩ নং বিবাদী মুনজুর রহমান (৩৫) পিতা- তারিফ মোড়ল সাং এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর, জেলা যশোর পরস্পর যোগসাজসে উক্ত মনগড়া রেজাল্ট শীট তৈরী করে এবং উক্ত রেজাল্ট শীটেরভিত্তিতে ৩ নং বিবাদী মুনজুর রহমান (৩৫) পিতা- তারিফ মোড়ল সাং এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর, জেলা যশো কে ইং- ২৪/০২/২০১৫ তারিখে এবং ২নং বিবাদীএ, কে এম শামসুল আলম (৩৮) পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর কে ইং- ০৫/০২/২০১৬ তারিখে ১ নং বিবাদী কর্তৃক স্বাক্ষরিত রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) হিসাবে ভূয়া নিয়োগ পত্র প্রদান করেন। উক্ত ২জন শিক্ষকের যোগদান পত্র ২টি ভূয়া অর্থাৎ বাস্তবে কোন কার্যক্রম হয় নাই। ১নং বিবাদী ও ২নং বিবাদী এ, কে এম শামসুল আলম (৩৮) পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর এবং ৩নং বিবাদী মুনজুর রহমান (৩৫) পিতা- তারিফ মোড়ল সাং এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর, জেলা যশোর পরস্পর যোগসাজসে গোপনে ভূয়া ও জাল কাগজ পত্র তৈরী করে১নং বিবাদী রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইউজার আইডি ও পাস্ ওয়ার্ড ব্যবহার করে ভূয়া নিয়োগ প্রক্রিয়ার জাল কাগজ পত্র১নং সাক্ষী জনাব নিভা রানী পাঠক উপপরিচালক মাউশি অধিদপ্তর,খুলনা প্রেরন করে। পরবর্তীতে ভূয়া নিয়োগকৃত ২জন শিক্ষকের এমপিও ভূক্তির জন্য ১ নং বিবাদী মৃনাল কান্তি সরকার তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ইব্রাহীম বিশ্বাস এর স্বাক্ষর জাল করেএমপিও সংক্রান্ত সফটওয়্যার এর মাধ্যমে তাঁর নিজের কাছে রক্ষিতরুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইউজার আইডি ও পাস্ ওয়ার্ড ব্যবহার করে আবেদন করেন। ১নং সাক্ষী এমপিও ভূক্তির আবেদন পেয়ে পূর্বে প্রেরিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাগজ পত্রের সাথে গড়মিল পেয়ে সন্দেহ পোষন করেন এবং তাঁর কার্যালয় স্মারক নং- ৩৭.০২.৪৭০০.০০০.০১.০০১.০১.১৭ - ১৩১৫ তারিখ ২৯/০৭/২০১৮ মোতাবেক ১নং বিবাদীকে নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি মূল কপি সহ মাওশি অধিদপ্তর,খুলনা কার্যালয়ে হাজির হওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করেন। ১নং বিবাদী মৃনাল কান্তি সরকার ইং ০১/০৮/২০১৮ তারিখে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাগজ পত্র সহমাওশি অধিদপ্তর, খুলনা ১নং সাক্ষীর কার্যালয়ে হাজির হয়ে দোষ স্বীকার করেনিজ হাতে লিখে অঙ্গীকার করেন।উক্ত অঙ্গীকার নামায় তিনি উল্লিখিত ২ জন শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া বিধি বহির্ভূত ও প্রতারনার শামিল এবং এধরনের ভুলের জন্য পরবর্তীতে দায়ী থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন। একই সাথে অবৈধ ভাবে শুধু মাত্র কাগজে কলমে নিয়োগ দেওয়া শিক্ষক এ, কে, এম সামসুল আলম এর এমপিও ভুক্তির জন্য পুনঃ সুপারিশ

বিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দী হিসাবে গ্রহণ করি। অত্র মামলার বাদী ও ম্যনেজিং কমিটির কয়েকজন সাক্ষী ২ ও ৩ নং বিবাদীনএ,কে, এম শামসুল আলম পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর ওমুনজুর রহমান পিং তারিফ মোড়ল সাং- এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর জেলা যশোরদেরসাথে এব্যাপারে কথা বলেন এবং তাদের কাছে জানতে চান জাল জালিয়াতির মাধ্যমে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার কারণ কি? জবাবে তারা জানায়, প্রধান শিক্ষক মৃনাল কান্তি সরকার সব দায়িত্ব নিয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া করেছেন। এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সাথে ২ ও ৩ নং বিবাদী প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত আছে। কারন তাদের একাডেমিক সকল সার্টিফিকেট এর ফটোকপি,শিক্ষক নিবন্ধন এর সার্টিফিকেট এর ফটোকপি,ব্যাংক একাউন্ট নম্বর সহ ব্যক্তিগত তথ্য তারা না দিলে অন্য কারও পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব না। তাছাড়া অন্য কেউ অযথা এগুলো যোগাড় করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মত জটিল কাজ ঝুঁকি নিয়েজাল জালিয়াতি ও প্রতাবনার মাধ্যমে ভূয়া নিয়োগ প্রক্রিয়াকরতে যাবে না। এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সুবিধা ভোগী ২ও ৩ নং বিবাদী এ,কে, এম শামসুল আলম ও মুনজুর রহমানএবং অবৈধ লাভবান হয়ে ১নং বিবাদী তাদের পক্ষে এই কাজ করেছে মর্মে তদন্তে প্রকাশ পায়। কারণ ১নং বিবাদী অবৈধ লাভবান না হলে, ১নং সাক্ষীর কার্যালয়ে ভুয়া ও জালজালিয়াতি নিয়োগ প্রক্রিয়া ধরা পড়ার জন্য দোষ স্বীকার করে লিখিত অঙ্গীকার করার সময়ও এ,কে, এম শামসুল আলমকে এমপিও ভূক্তির জন্য আবারও সুপারিশ করে। মামলাটি তদন্তকালে প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমানে এবং ১৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দালিলিকসাক্ষ্য ও উপপরিচালক মাউশি অধিদপ্তর,খুলনা এর কাঃবিঃ ১৬১ ধারার জবানবন্দী এবং দোষ স্বীকার করে ১নং বিবাদী মৃনাল কান্তি সরকার এর প্রদত্ত অঙ্গীকর নামা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষনে করে বিবাদী ১। মৃনাল কান্তি সরকার (৫০) পিতা-শশীভূষণ সরকার সাং বেজপাড়া থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর, প্রধান শিক্ষক (সাময়িক বহিস্কৃত) রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, থানা কোতয়ালী, জেলা- যশোর,
২। এ, কে এম শামসুল আলম (৩৮) পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর ও
৩। মুনজুর রহমান (৩৫) পিতা- তারিফ মোড়ল সাং এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর, জেলা যশোরদের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারার অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হয়েছ।

১৫। মতামত ঃ- বাদীর আনীত অভিযোগ পর্যালোচনা করা হয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র, সূচীপত্র ও ঘটনাস্থলের ছবি উত্তোলন করা হয়েছে।দালিলিক সাক্ষ্য সমূহ জব্দ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাদীর মানিত ০৪ জন সাক্ষীর মধ্যে সকল সাক্ষীর এবং নিরপেক্ষ০৮ জন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়েছে। মামলাটি তদন্ত কালে প্রাপ্ত দালিলিক সাক্ষ্য এবং বাদীর মানিত ও নিরপেক্ষ সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং ১নং বিবাদীর অঙ্গীকার নামা বিশ্লেষনে বাদীর অভিযোগে বর্নিত বিবাদী
১। মৃনাল কান্তি সরকার (৫০) পিতা-শশীভূষণ সরকার সাং বেজপাড়া থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর, প্রধান শিক্ষক (সাময়িক বহিস্কৃত) রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, থানা কোতয়ালী, জেলা যশোর,
২। এ, কে এম শামসুল আলম (৩৮) পিতা- আঃ কাদের সাং গোয়াল দহ থানা- কোতয়ালী জেলা যশোর ও
৩। মুনজুর রহমান (৩৫) পিতা- তারিফ মোড়ল সাং এড়েন্দা থানা- মনিরামপুর, জেলা-যশোরদের সকলের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৪৬৫/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১ ধারার অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমানিত হয়েছে।

অতএব, মহোদয় সমীপে সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলাম।

দাখিলকারী

১৯/১১/2020

এ,কে,এম,ফসিহুর রহমান
বিপি নং-৬৬৯৩১২৩২০১
পিবিআই যশোর।
মোবাইল নং-০১৯৬৩১০৪০৬০

সংযুক্তিঃ-
০১। আদালতের আদেশ নামা সহ আরজী ০৩ পাতা।
০২। খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র ০২ পাতা।
০৩। ১০ জন সাক্ষীর জবানবন্দী মুচলেকা সহ ২০ পাতা।
০৪। মূল জব্দতালিকা ০২ পাতা।
০৫। তদন্ত প্রতিবেদনের ১৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দালিলিক সাক্ষ্য ফটোকপি ৫৪ পাতা।
০৬। রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিগত ম্যানেজিং কমিটির সভার ০১/২০১৬ থেকে ০৮/২০১৬, ২০১৭ সালের ০৯/২০১৭ থেকে ১১/২০১৭, ২০১৮ সালের ০১/২০১৮ থেকে ০২/২০১৮ এবং ২০২০ সালের ১৯/০১/২০২০ তারিখের কার্য বিবরণীর ফটোকপি ও শিক্ষক হাজিরার ফটোকপি- ৩৫ পাতা।

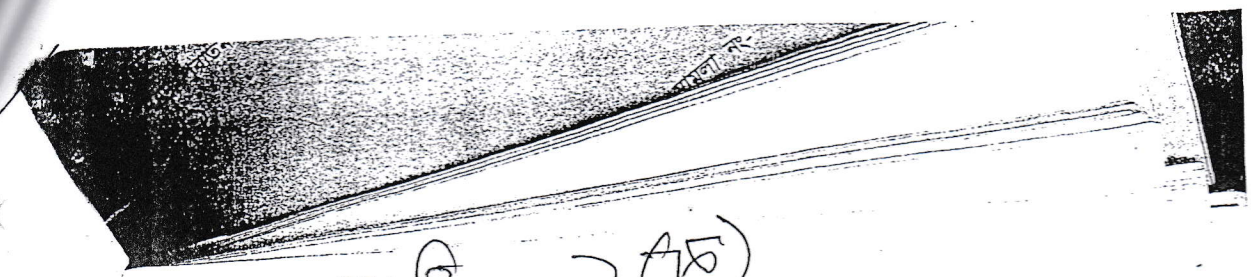

সংযুক্তি ১(ক)

জবানবন্দিঃ

সূত্রঃ বিজ্ঞ জুড়িসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোতয়ালী, যশোর আদালত এর সি.আর.মামলা নং-১০৪/২০২০ তারিখঃ ১৫/০১/২০২০।

আমি নিভা রাণী পাঠক, উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা এই মর্মে লিখিত জবানবন্দি দিচ্ছি যে, যশোর জেলার কোতয়ালী থানার রুদ্রপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুইজন শিক্ষক জনাব মুনজুর রহমান ও জনাব এ.কে.এম সামছুল আলম-দ্বয়ের সমাজ বিজ্ঞান পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করে প্রতিষ্ঠান প্রধান জনাব মৃনাল কান্তি সরকার এমপিও সংক্রান্ত Software এর তাঁর প্রতিষ্ঠানের User ID ও Passward ব্যবহার করে যথারীতি USEO ও DEO মাধ্যমে এমপিওভুক্তির আবেদন করেন। আবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বিগত ১১/১০/২০১৫ খ্রি. প্রকাশিত দৈনিক ভোরের ডাক ও স্থানীয় দৈনিক যশোর পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ০১ জন সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) নিয়োগ দেয়ার কথা থাকলেও প্রধান শিক্ষক একই তারিখে একই সময়ে এবং একই নিয়োগ কমিটি ০২ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের জন্য সুপারিশ করেন। একই তারিখে একই বিষয়ে ও একই নিয়োগ কমিটি একাধিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল শীট হওয়ার কথা কিন্তু তারা আলাদা আলাদা নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল শীট তৈরী করেন। যেটা নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রতারণার শামিল।

নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্তে আমার সন্দেহ হলে অত্র দপ্তরের ২৯/০৭/২০১৮ খ্রি. স্মারক নং-৩৭.০২.৪৭০০.০০০. ০১.০০১.০১.১৭-১৩১৫ মোতাবেক প্রধান শিক্ষক-কে নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্রের মূলকপিসহ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য পত্র দেয়া হয়। বর্ণিত পত্রের আলোকে প্রধান শিক্ষক অত্র কার্যালয়ে হাজির হয়ে জানান যে, একই বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একই তারিখে পৃথক পৃথক নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল শীট যা বিধি বহির্ভূত। এছাড়াও ১১/১০/২০১৫ তারিখের পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১জন সমাজ বিজ্ঞান ও ১ জন বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগের উল্লেখ ছিল, এটি একটি প্রতারনার শামিল। এ ধরণের ভুলের জন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কাজ করবেন না বলে স্বহস্তে অঙ্গীকারনামা প্রদান করেন। একই সাথে জনাব এ.কে.এম সামছুল আলমের এমপিওভুক্তির সুপারিশ করেন (প্রধান শিক্ষকের লিখিত বক্তব্য কপি সংযুক্ত-১)।

১০/০৮/২০২০

(নিভা রাণী পাঠক)
উপ-পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা।
E-mail: ddkhl@yahoo.com